বেসামাল, আবুল মাল’এর দায়বদ্ধতা

আচ্ছা হোজ্জা সাহেব, মনে করুন আপনার গরুটা আমার গরুকে গুতা দিয়ে জখম করল, এর শাস্তি কি হতে পারে?

আরে গরুতো গরুই, তাদের কি আর শাস্তি বা জরিমানা হয়! আপনিও দেখছি গরুর মতো কথা বলছেন!!

আসলে হয়েছি কি হোজ্জা সাহেব, আমার গরুটা গুতা দিয়ে আপনার গরুকে জখম করেছে।

কি বললেন, আমার গরু জখম হয়েছে! দাড়ান, দেখি আইনে কি বলে! বলেই নাসিরুদ্দিন হোজ্জা একটা মোটা আইনের বই খুলে বসলেন।

নাসিরুদ্দিন হোজ্জা তার বুদ্ধি আর রসিকতার জন্য জগদ্বিখ্যাত ছিলেন এবং আছেন। সেরকম বা তার কাছে ধারে না হলেও, আমাদের দেশের অর্থমন্ত্রী আবুল মাল মুহিতও বেশ জ্ঞানী এবং সজ্জন ব্যাক্তি বলে পরিচিত। সম্প্রতি দেশে শেয়ার মার্কেটে বহু প্রত্যাশিত এবং অবসম্ভাবী ধ্বস (৯৬ এর দ্বিতীয় পর্ব) নামার পর তিনি ‘অনেক দেরীতে হলেও ‘কিছুটা ভূল’ ধরতে পেরেছেন’! “বেটার লেইট দ্যান নেভার”।

যখন শেয়ারের দাম হুহু করে বৃদ্ধি পাচ্ছিল তখন ৯৬ এবং বর্তমান সরকারের দুই অর্থ মন্ত্রীই জনসাধারনকে সাবধান না করে, এই মূল্যবৃদ্ধি’কে (৯৬ এর মতই) সরকারের কৃতিত্ব বলে দাবী করেছিলেন। আর যখন মার্কেট ক্রাশ করল, তখন নাসিরুদ্দিন হোজ্জার মতো অন্য গল্প শুরু করলেন। বেসামাল হয়ে একবার বললেন এটা নাশকতা। আবার আর এক ধাপ এগিয়ে সরকারের আরেকজন বললেন, ‘রাব (!) তদন্ত করে দেখছে কারা এর পেছনে’। মন্ত্রী মহোদয় শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললেন, “সরকার শেয়ার মার্কেট নিয়ন্ত্রন করেন না, তাই সরকারের কোন দায়দ্বায়িত্ব নাই!”

৯৬ এর শেয়ার মার্কেট এর ধ্বস এর সাথে এবারের ধ্বসেরএর অনেক মিল আছে। এই দুই সময়ের অর্থমন্ত্রীই, আওয়ামী লিগ সরকারের মন্ত্রী। এই দুই অর্থ মন্ত্রী আবার সাবেক আমলাও বটে, কাকতালীয় ভাবে দুই জনই আবার বৃহত্তর সিলেট জেলার অধিবাসী! অমিল একটাই, এবারের মার্কেট ম্যানিপুলেশন আরো ব্যাপক এবং অনেক বড়।

আমি যখন গত বছর ঢাকা শহরের এপার্টমেন্ট বাবল ক্রাশ নিয়ে লিখেছিলাম, তখন অনেকেই আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমি শেয়ার মার্কেট এর আবসম্ভাবী ক্রাশ নিয়ে কিছু লিখছি না কেন?

আমার উত্তর ছিল, এবার ‘ঢাকার শেয়ার মার্কেট এর ম্যানিপুলেশন’ এখন ওপেন সিক্রেট এবং ক্রাশ এতটা অবশ্যম্ভাবী যে তা নিয়ে আর লেখার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করি না। আমি আরো বলেছিলাম, যেমন ‘গরু ঘাস খায়’, ‘পুলিশ ঘুস খায়’ এর মত ‘আমাদের দেশের শেয়ার মার্কেট’এ ম্যানিপুলেশন হয়’ তা নিয়ে আর নতুন করে বলার কিছু নাই, আর বললে কেউ শুনবেও না। অথচ যাদের বলার কথা ,তারা মুখে কুলুপ এটে বসে আছেন।

আমারা অনেকেই বিদেশ থেকে শুনতে পেতাম, কোন শেয়ার কত বাড়বে, তা জনাব ---- খান এবং জনাব---- রহমান এর মত ব্যাবসায়ীদের ঘনিষ্ঠ লোকজন আগে থেকেই দুই বড় দলের অনেক নীতি নির্ধারকদের ঘনিষ্ঠদের জানিয়ে দিত, যাতে করে তারাও এই হরিলুটে অংশগ্রহন করে লাভবান হতে পারেন এবং প্রতিদানে বিপদে আপদে পাশে এসে দাড়াবেন এই প্রত্যাশায়।

মুক্তবাজার অর্থনীতিতে শেয়ার মার্কেট’ যে কতটা গুরুত্বপূর্ন তা আবার নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। আর যে কোন দেশেই এই ধরনের অপরাধ, ক্ষমার অযোগ্য। আর তাই যারা শেয়ার মার্কেট এর দ্বায়িত্বে নিয়োজিত তাদের দায়ভার অপরিসীম। সংগত কারনেই দেশের অর্থমন্ত্রী হিসাবে জনাব আবুল মাল এর উপর এই ব্যার্থতার সামগ্রিক দায়ভার বর্তায়।

লোভের বশ্ববর্তী হয়ে, অনেক সাধারন মানুষ, ৯৬ এর মত এবারো ধরা খেয়ে স্বর্বসান্ত হয়েছেন এটা যেমন ঠিক। ঠিক তেমনি যারা সাধারন মানুষকে প্রতারিত করেছেন তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া একান্তই জরুরী।

অনেকেই যুক্তি দেখান, যারা লোভ করেছিল, তাদের উচিত শিক্ষা হয়েছে। তারা তো স্বেচ্ছায় শেয়ার মার্কেটে বিনিয়োগ করেছিল। তারা স্বর্বসান্ত হয়েছে নিজের ভূলে, যারা প্রতারিত করেছে, তাদের শাস্তি হবে কেন!

এই প্রসঙ্গে আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই, ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিত মাইক টাইসনের ‘রেইপ কেইস’ এর বিচারের কাহিনী। টাইসনের চরিত্র জানার পরেও, যখন এক সুন্দরী, যখন গভীর রাতে মাইক টাইসনের হোটেল রুমে দেখা (!?) করতে গিয়ে টাইসন দ্বারা ধর্ষিতা হন, তখন সেই সময় অনেক যুক্তি দেখিয়ে ছিলেন, এটা সেই সুন্দরী মহিলার দোষ! কারন সে তো ইচ্ছা করেই, যেনে শুনে একা টাইসনের রুমে গিয়েছিল।

যতদুর মনে পড়ে, সেই সুন্দরী মহিলার আইনজীবি, তার বক্তব্য শেষ করেছিলেন এইভাবে, ধরুন আপনি গভীর রাতে, পকেটে অনেক টাকা নিয়ে, হাতে রোলেক্স ঘড়ি পড়ে জেনেশুনে এক খারাপ গলিতে ঢুকলেন। তখন এক ছিন্তাইকারী আপনার সবকিছু ছিনিয়ে নিল। সবাই আপনাকে গর্দভ বলবে এবং আপনি যে সত্যিই গর্দভ তাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাতে ছিন্তাইকারীর অপরাধ কি একটুও কমবে?

ঠিক তাই, যারা আমাদের দেশের সাধারন জনসাধারনকে প্রতারিত করেছে তারাও ঠিক একই ভাবে দোষী। আরও বেশী দোষী, ষ্টক এক্সচেঞ্জের দ্বায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা'রা এবং দেশের অর্থমন্ত্রী মাল মূহীত, তার অমার্জনীয় ব্যার্থতার জন্য।

আমরা অতীতে দেখছি, ঋনখেলাপী সালমান রহমান যখন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর'কে তার অফিসে গিয়ে শাঁসিয়ে আসেন, সেই প্রসঙ্গে তখন ততকালীন অর্থ মন্ত্রী জনাব কিবরিয়া'র উত্তর ছিল, "প্রধানমন্ত্রী দেশে ফিরলে তার সাথে আলাপ করে সিদ্ধান্ত নিব!" আমি জানিনা, মাল মুহিত সাহেব আপনি কার সাথে কথা বলার জন্য বা কি কারনে এতদিন ধরে চুপ করে ছিলেন। জনাব মুহিত, আপনার ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ব্যার্থতার জন্য আইনত আপনি শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী'র কাছেই জবাব দিতে বাধ্য থাকলেও, আপনি সমগ্র জাতির কাছে এবং বিশেষত আপনার বিবেকের কাছে (যদি কিছুমাত্র অবশিষ্ট থেকে থাকে) দ্বায়বদ্ধ।

পাদটিকাঃ মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনার অবদান অনস্বীকার্য। আপনি ৭১ এ আমাদের দেশের ইতিহাসের সবচেয়ে সৎ আর নীতিবান নেতা প্রধানমন্ত্রী শহীদ তাজুদ্দিন আহমেদের স্বানিধ্যে এসেছিলেন। আওয়ামী লিগের অনেকের মত, আজ আপনি হয়তো সেই মহান নেতার নীতি আর সততার কথা ভূলে গিয়েছেন। তাই আপনার কাছে অনুরোধ, যদি স্বাধীন ভাবে কাজ করতে না পারেন বা ঠিক কাজ করার বা কথা বলার সৎ সাহস হারিয়ে ফেলে থাকেন, তা হলে আপনার ছেলের বয়সী, শহীদ তাজুদ্দিন আহমেদের সন্তান, সোহেল তাজ এর কাছ থেকে পদত্যাগ করার শিক্ষাটা অন্তত গ্রহন করুন।

নাজমুল আহসান শেখ, ৩০ জানুয়ারি ২০১১, সিডনী; Victory1971@gmail.com